বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

"Bangladesh Bank-Authorized Dealers' Forum" এর ২৫তম সভার রেকর্ড নোটস্।

"বাংলাদেশ ব্যাংক-অনুমোদিত ডিলারস ফোরাম" এর ২৫তম সভা ২০/০২/২০২০ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় ফোরামের আহবায়ক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল ভবনের ৫ম তলায় অবস্থিত জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ফোরামের সদস্য ও প্রতিনিধিদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"তে দেখানো হ'ল।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতে বিগত ২৪ তম সভার রেকর্ডনোটস উপস্থাপন করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকৃত হয়। অতঃপর বিগত সভার সিদ্ধান্তগুলোর পরিপালন/বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভাকে অবহিত করা হয়। বিগত সভার রেকর্ডনোটসের ক্রমিক নং ৩,৪ ও ৫ এ বর্ণিত সিদ্ধান্ত (যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে) ব্যতীত অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহ পরিপালিত মর্মে সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়। এ পর্যায়ে ২৪তম সভা হতে ২৫তম সভা পর্যন্ত সময়কালে জারিকৃত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত বিভিন্ন সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা প্রদান/স্পষ্টীকরণ করা হয়। অতঃপর সভার আলোচ্যসূচী ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
১।	একই বিল অব এন্ট্রির বিপরীতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানি মূল্য পরিশোধ প্রসঙ্গে।	একই বিল অব এন্ট্রির বিপরীতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানি মূল্য পরিশোধের কারণে বিল অব এন্ট্রি ম্যাচিংয়ের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে সভায় পুনঃআলোচনা হয়। সভায় উপস্থিত FEOD'র প্রতিনিধি এ বিষয়ে Information Systems Development and Support Department (ISDSD)এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। সভাপতি FEOD কর্তৃক আলোচ্য কার্যক্রম ২০/০৩/২০২০ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করার পরামর্শ প্রদান করেন।	এফইওডি (ইমপোর্ট ট্রেড শাখা) ও ISDSD, বাংলাদেশ ব্যাংক।
২।	বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের তথ্য রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে অভিন্ন unit code ব্যবহার করার বিষয় বিবেচনা প্রসঙ্গে।	বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনে আমদানি/রপ্তানির তথ্য রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের এফইওডিতে রিপোর্টিংয়ের সময় Pricing unit code এবং পরিসংখ্যান বিভাগে Statistical unit code ব্যবহারের বিষয়ে পুনঃআলোচনা হয়। এ বিষয়ে এফইওডির তত্ত্বাবধানে এফইপিডি, ISDSD ও পরিসংখ্যান বিভাগ এবং আইবিবিএল ও সাউথইস্ট ব্যাংকের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়। সার্বিক আলোচনান্তে সভাপতি FEOD'র তত্ত্বাবধানে কমিটির কার্যক্রম ৩১/০৩/২০২০ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করার পরামর্শ প্রদান করেন।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক।
৩।	জিএফইটি ২০১৮, ভলিয়ম-১ এর অধ্যায়-১৪, অনুচ্ছেদ-২ তে উল্লেখিত নন-রেসিডেন্ট টাকা একাউন্টের মাধ্যমে লেনদেনের বিষয়ে বিদ্যমান বিধিবিধানের যৌক্তিক পরিবর্তন/পরিবর্ধন প্রসঙ্গে।	জিএফইটি ২০১৮, ভলিয়ম-১ এর অধ্যায়-১৪, অনুচ্ছেদ-২ এ নন-রেসিডেন্ট টাকা একাউন্টের মাধ্যমে লেনদেনের বিষয়ে বিদ্যমান বিধিবিধানের যৌক্তিক পরিবর্তনের ব্যাপারে পুনঃআলোচনা হয়। এ বিষয়ে এফইপিডির এএন্ডএনএফবিপি শাখায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে সভায় উল্লেখ করা হয়। সার্বিক আলোচনান্তে সভার সভাপতি এফইপিডির এএন্ডএনএফবিপি শাখা কর্তৃক চলমান কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার পরামর্শ দেন।	এফইপিডি (এএন্ডএনএফবিপি শাখা), বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪।	অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রমের পরিবর্তিত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এডি ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি ব্যবহার করে রপ্তানি বিল ডিসকাউন্টিংয়ের সুযোগ প্রদান প্রসঙ্গে।	ইউজেন্স রপ্তানি বিল বৈদেশিক মুদ্রায় ডিসকাউন্টিং সংক্রান্ত অফশোর ব্যাংকিং নীতিমালার সূত্রে জারীকৃত এফই সার্কুলার পত্র নং ১৯/২০১৯ এর মাধ্যমে ওবিইউ হতে তহবিল সংগ্রহের ব্যবস্থা রহিত করা হয়। তবে এডি ব্যাংকের নিজস্ব বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ব্যবহারের মাধ্যমে ইউজেন্স রপ্তানি বিল ডিসকাউন্টিংয়ের সুযোগ প্রদান করা বাঞ্ছনীয় হবে কিনা সে বিষয়ে সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের মনোযোগ আকর্ষন করা হলে উপস্থিত সকলে আলোচ্য বিষয়ে একমত পোষন করেন। এতদবিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম এফইপিডি (রপ্তানি শাখা) কর্তৃক সম্পাদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	এফইপিডি (রপ্তানি নীতি শাখা), বাংলাদেশ ব্যাংক।
৫।	বিগত ০২(দুই) বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী সময়কালেও রপ্তানি মুল্য অপ্রত্যাবাসিত থাকা অবস্থায় রপ্তানি ভর্তুকীর আবেদনপত্র গ্রহণ/প্রক্রিয়াকরণ প্রসঙ্গে।	এফই সার্কুলার নং ৩০/২০১৭ এর নির্দেশনা অনুযায়ী কোন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি ভর্তুকী/নগদ সহায়তার আবেদনপত্র দাখিলের তারিখ হতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিগত ২(দুই) বছরে প্রত্যাবাসনযোগ্য কোন রপ্তানি মূল্য যৌক্তিক কারণে সম্পূর্ণ/আংশিক অপ্রত্যাবাসিত থাকলে দাখিলকৃত উক্ত আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে রপ্তানিমূল্য অপ্রত্যাবাসিত থাকা অবস্থায় দাখিলকৃত আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে সার্কুলার পত্র নং ০১/২০১৯ এর নির্দেশনা পরিপালন করতে হবে।	সকল এডি ব্যাংক
৬।	ইপিজেডস্থ টাইপ-সি গ্রাহকের আমদানি দায় সময়মত পরিশোধের নিমিত্তে আমদানি লোকাল কারেন্সি ঋণ অনুমোদন প্রসঙ্গে।	রপ্তানি মূল্য অপ্রত্যাবাসনজনিত কারনে ইপিজেডস্থ টাইপ-সি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্থাপিত ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের দায় গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ সৃষ্টির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাবে কিনা সে বিষয়ে ইস্টার্ন ব্যাংকের উপস্থাপিত বক্তব্যের সূত্রে এফইপিডি'র পক্ষ থেকে সভাকে অবহিত করা হয় যে, টাইপ-সি প্রতিষ্ঠান ইপিজেডস্থ প্রতিষ্ঠানে অবস্থিত অন্য সাবসিডিয়ারী/এসোসিয়েট প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় স্বল্প মেয়াদী ঋণ গ্রহণ করতে পারে মর্মে এফই সার্কুলার নং ২৯/২০১৮ এ নির্দেশনা রয়েছে। আলোচ্য উপায়ে গৃহীত ঋণ দ্বারা ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের দায় পরিশোধে বাধা নেই। পাশাপাশি গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশনের ১৬ নং অধ্যায়ের ২৩ নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনার আলোকে অনুমোদিত ঋণের (credit line) মাধ্যমে উক্ত ব্যাক টু ব্যাক আমদানি দায় পরিশোধে কোন বাধা নেই মর্মেও সভায় অবহিত করা হয়।	সকল এডি ব্যাংক
৭।	বাংলাদেশ ব্যাংকের FE Circular No-07 Dated 03-08-1999 যথাযথ ভাবে অনুসরণ করে Import permit on returnable basis গ্রহণ ব্যতিত উৎস দেশ হতে আমদানিকারকের দেশে সরবরাহের মাধ্যমে অন্ট্রাপো বাণিজ্য পরিচালনা প্রসঙ্গে।	এফই সার্কুলার ৭/১৯৯৯ এর আলোকে উৎস দেশ থেকে আমদানিকারকের দেশে সরাসরি সরবরাহের মাধ্যমে অন্ট্রাপো বাণিজ্যে কোন বাধা রয়েছে কিনা সে বিষয়ে ইস্টার্ন ব্যাংকের পক্ষ থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে এফইপিডি'র পক্ষ থেকে সভাকে অবহিত করা হয় যে, আমদানি নীতি আদেশ অনুযায়ী অস্থায়ী আমদানির মাধ্যমে বন্দরসীমায় পণ্য প্রবিষ্ট হলে উক্ত নীতির বিধান পরিপালন করতে হবে। অপরদিকে পণ্যের উৎস দেশ থেকে সরাসরি ক্রেতার দেশে জাহাজীকরণের বিষয়ে এফই সার্কুলার নং ৭/১৯৯৯ এর ২(খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যাবাসিত আয় দ্বারা আমদানি দায় পরিশোধে যথাক্রমে ফরম-সি ও টিএম ফরম এর মাধ্যমে প্রযোজ্য মার্ক-আপ অর্জন সাপেক্ষে অন্ট্রাপো বাণিজ্য পরিচালনা করা যাবে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	সকল এডি ব্যাংক
৮।	এক্সপোর্ট এর বিপরীতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Short Shipment/Over Shipment সার্টিফিকেট প্রদানের সাথে সাথে তা ASYCUDAয় সংশোধন হওয়া প্রসঙ্গে।	এক্সপোর্ট এর বিপরীতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Short Shipment/Over Shipment সার্টিফিকেট প্রদানের সাথে সাথে তা ASYCUDAয় Update না হওয়ায় BBOEMS এ যথাসময়ে EXP Duplicate Reporting সম্ভবপর হয় না। অন্যদিকে সংশোধিত Bill of Export না থাকায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট EXP সংশোধন করা সম্ভব হয় না; ফলে EXP Reporting বিলম্বিত হয় এবং অনেক সময় Short Shipment/Over Shipment এর	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক।

		ক্ষেত্রে Export LC এর বিপরীতে অধিক রপ্তানিমূল্য প্রদর্শিত হওয়ায় গ্রাহক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট Export LC এর বিপরীতে নতুন EXP Issue করা সম্ভব হয় না মর্মে উল্লেখ করে বিষয়টি সমাধান করার জন্য প্রাইম ব্যাংকের প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন। সার্বিক আলোচনান্তে, এফইওডি কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
৯।	বিদেশে ভ্রমণের সময় বৈদেশিক মুদ্রা ছাড় করার নির্দেশনা পরিপালন না করা প্রসঙ্গে।	GFET -2018, Chapter 12, Para-1(1) এর নির্দেশনা মোতাবেক গ্রাহকের পাসপোর্টে এন্ডোর্স করে বৈদেশিক মুদ্রা ছাড় করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু ব্যাংক বিদেশে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণের সময় গ্রাহকের যথাযথ দলিলাদি (যেমনঃ টিকেট, পাসপোর্ট ও ভিসা) পরীক্ষান্তে ভ্রমণের বিষয়টি নিশ্চিত না হয়েই গ্রাহককে কার্ডে ট্রাভেল কোটার সম্পূর্ন লিমিট প্রদান করে মর্মে এফইওডি সভায় অবহিত করে। এক পঞ্জিকা বর্ষের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ছাড় করার নির্দেশনা থাকলেও একাধিক পঞ্জিকা বর্ষ এবং কখনও পাসপোর্টের পূর্ণ মেয়াদ পর্যন্তও এন্ডোর্স করে থাকে মর্মে সভায় আলোচনায় উঠে আসে। সার্বিক আলোচনান্তে, এ বিষয়ে গাইডলাইন্সের বিদ্যমান বিধান যথাযথ পরিপালনের পরামর্শ প্রদান করা হয়; অন্যথায় ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ জবাবদিহিতার আওতায় আসবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সকল এডি ব্যাংক
১০।	Resident Foreign Currency Deposit (RFCD) হিসাবের অর্থ ছাড়করণে অনিয়ম প্রসঙ্গে।	GFET-2018 (Vol-I) এর Chapter-13, Para-22 এর নির্দেশনা মোতাবেক যথাযথভাবে পাসপোর্টে এন্ডোর্সপূর্বক Resident Foreign Currency Deposit (RFCD) হিসাবের অর্থ ছাড়করণের নির্দেশনা রয়েছে। অনেকক্ষেত্রে ব্যাংকসূমহ গাইডলাইন্সের উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক পাসপোর্টে এন্ডোর্স না করেই গ্রাহকের RFCD হিসাব হতে অর্থ ছাড় করে থাকে। এক্ষেত্রে, গাইডলাইন্সের নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করার জন্য ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	সকল এডি ব্যাংক
১১।	বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদানের নীতিমালা প্রসঙ্গে।	বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোর সাথে API(Application Program Interface) integration সম্পন্ন করার জন্য সভায় উপস্থিত ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ প্রদান করা হয়। তাছাড়া, প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স নিরবিচ্ছিন্নভাবে (২৪/৭ ঘন্টা) তাদের সুবিধাভোগীর অনুকুলে ছাড়করণ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	সকল এডি ব্যাংক
১২	ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে আমদানিকারক কর্তৃক বিলে স্বীকৃতি প্রদানের পর ব্যাংক কর্তৃক তুচ্ছ কারন/অগুরুত্বপূর্ন কারণে Discrepancy উত্থাপনপুর্বক Charge বাবদ অতিরিক্ত অর্থ কর্তন প্রসঙ্গে।	এফইপিডির আমদানি নীতি শাখা আমদানিকারক কর্তৃক বিলে স্বীকৃতি প্রদানের পরেও কিছু কিছু ব্যাক টু ব্যাক এলসি ইস্যুইং ব্যাংক তুচ্ছ কারণে Discrepancy প্রদান পূর্বক Charge কর্তনের কারণে গ্রাহক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন মর্মে দৃষ্টি আকর্ষন করে বিষয়টিতে আলোচনার প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে এইচএসবিসির প্রতিনিধি ইউসিপি-৬০০ এর সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক ব্যাংকগুলো Discrepancy প্রদান করে মর্মে উল্লেখ করেন। তবে বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ সরেজমিনে কয়েকটি ব্যাংকে তাদের পরিদর্শন কার্যক্রমে অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পায় মর্মে সভায় অবহিত করা হয়। সার্বিক আলোচনান্তে, ব্যাকওয়ার্ডলিংকেজ শিল্পের প্রসারের ধারা অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে ব্যাক টু ব্যাক এলসির আমদানিকারক কর্তৃক স্বীকৃত বিলের বিপরীতে অপ্রাসঙ্গিক Discrepancy প্রদান করে চার্জ কর্তনের বিষয়ে ব্যাংকগুলোকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেয়া হয়।	সকল এডি ব্যাংক

১৩	এসআরও নং-১২৮/আইন/২০১৭/১৪/কাস্টমস্ ও তদপরবর্তী সংশোধনসমূহ মোতাবেক যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের জন্য নির্দিষ্ট এইচএস কোড নির্ধারণ প্রসঙ্গে।	জিএফইটি কিংবা আমদানি নীতি আদেশে যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ প্রসঙ্গে কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা না থাকায় কোন পণ্য সামগ্রী যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ হিসেবে গণ্য করা হবে সে বিষয়ে ঋণপত্র খোলার সময় ফার্স্ট শিডিউলে যে সকল এইচএস কোড ব্যবহার করা হয় তার আওতা/পরিধি নিরূপণে অনেক সময় মতানৈক্য সৃষ্টি হয় মর্মে উল্লেখ করে কাস্টমসের এসআরও নং-১২৮/আইন/২০১৭/১৪/কাস্টমস্ ও তদপরবর্তী সংশোধনসমূহ ইউজেন্স ভিত্তিতে ঋণপত্র স্থাপনে অনুসরণ করা যায় কিনা এ বিষয়ে এইচএসবিসির প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সার্বিক আলোচনান্তে, ইউজেন্স ভিত্তিতে আমদানি ঋণপত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে জিএফইটির ভলিউম ১, অধ্যায় ৭ এর প্যারা ৩৩(এ) এর বিধান সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুসরণ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।	সকল এডি ব্যাংক

পরিশেষে সভায় যোগদানপূর্বক মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(মোঃ হুমায়ুন কবির)
আহবায়ক, বিবি-এডি ফোরাম
ও
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক।